মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র

সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের মহান নেতা কার্ল মার্কস এর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী ছিল ৫ মে ২০১৮। এ উপলক্ষে গত ৩০-৩১ মে ২০১৮ নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে হোটেল ইয়াক এন্ড ইয়াতিতে 'মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র' শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল (মশাল) এর উদ্যোগে গঠিত 'কার্ল মার্কস জন্ম দ্বিশতবার্ষিকী স্মরণ কমিটি' আয়োজিত সেমিনারে ১৭টি দেশের ২৩টি পার্টি থেকে মোট ২০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়ে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ অংশগ্রহণ করেন। ৩০ মে সকাল ১০টায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সেমিনারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী ও নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান কমরেড কে.পি. শর্মা অলি।

আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক ও নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী কমরেড মাধব কুমার নেপালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উদ্বোধনী অধিবেশনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আয়োজক কমিটির অন্যতম সংগঠক, কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল (মশাল) এর নেতা, নেপালের সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী কমরেড চিত্রা বাহাদুর কে.সি। 'মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র' শীর্ষক বক্তব্য রাখেন নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান কমরেড পুষ্প কমল দহল প্রচন্ড। নেপালের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও বিপ্লবী প্রক্রিয়া এর উপর বক্তব্য রাখেন নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান ও নেপালের প্রধানমন্ত্রী কমরেড কে.পি শর্মা অলি। উদ্বোধনী অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্য রাখেন কমরেড মাধব কুমার নেপাল।

উদ্বোধনী অধিবেশন শেষে মধ্যাহ্ন বিরতির পর দ্বিতীয় অধিবেশনে 'মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র' এর উপর বক্তব্য রাখেন স্যোশালিস্ট এলায়েন্স অস্ট্রেলিয়ার নেশনাল কো-কনভেনার এলেক্স বেইনব্রিজ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, কমিউনিস্ট পার্টি অব চায়নার এশিয়া ব্যুরোর উপ মহাপরিচালক কমরেড মা জুয়ে সং, জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টি এমএলপিডি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রেড ফ্লাগ পত্রিকার এডিটরিয়াল লিডার কমরেড জর্জ ওয়াইডম্যান, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) সিপিআই-এর ন্যাশনাল সেক্রেটারিয়েট মেম্বার কমরেড রাজেন্দ্র কানাম, জাপানের কমিউনিস্ট পার্টির স্ট্যান্ডিং এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ইনচার্জ কমরেড মরিহারা কিমিটসি, কমিউনিস্ট পার্টি অব রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড রোমান কনেনকো, শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড ডি.ই. ডব্লিউ গনেশকারা, শ্রীলঙ্কার জনতা ভিমুক্তি প্যারামোনা (জেভিপি)'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড টিলভিন সিল্ভা, ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কমিশনের প্রথম ডেপুটি চেয়ারম্যান কমরেড ট্রান ডাক লুই।

নেতৃবৃন্দের বক্তব্যের পর প্রশ্নউত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি কমরেডগণ বিভিন্ন বিষয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা করেন। অধিবেশনের সভাপতি নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য কমরেড ভিম রাউয়াল এর সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় দিন ৩১ মে '১৮ সকাল ১০টায় সেমিনার অধিবেশন শুরু হয়। দ্বিতীয় দিনে 'দেশে দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)'র প্রেসিডিয়াম সদস্য কমরেড আব্দুল্লাহ আল কাফি রতন, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য কমরেড সুশান্ত কুমার দাস, ভেনিজুয়েলার ইউনাইটেড সোশ্যালিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বলিভারিয়ান রিপাবলিক অব ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রদূত কমরেড আগুস্তু মনটিয়েল, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল) লিবারেশন এর পলিট ব্যুরো সদস্য কমরেড কবিতা কৃষ্ণান, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী (সিপিআইএম) এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড যুগিন্দর শর্মা, লাও পিপলস রেভ্যুরিউশনারী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড থংসালিথ ম্যাগনোরমেক, স্যোসালিস্ট পার্টি অব জাম্বিয়ার সাধারণ সম্পাদক কমরেড কসমস মুসুমালী, দক্ষিণ আফ্রিকার স্যোসালিস্ট রেভ্যুলিউশনারী ওয়ার্কার্স পার্টির কমরেড কেটি জেনস ভম রেনসবার্গ, ব্রাজিলের ল্যান্ডলেস মুভমেন্ট/ ওয়ার্কার্স মুভমেন্ট (এমএসটি)'র নেতা কমরেড আনা চা ও মরক্কোর ডেমোক্রেটিক ওয়ে পার্টির নেতা কমরেড চ্যাছানে ক্যুমিয়া।

নেতৃবৃন্দের বক্তব্যের পর প্রশ্নউত্তর পর্বে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রাণবন্ত আলোচনা হয়। শেষে নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য কমরেড প্রদীপ গাউয়ালী, জেভিপি-শ্রীলংকার নালিন্দা জয়াথিসা ও সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের কমরেড কবিতা কৃষ্ণান সমাপনী মন্তব্য করেন এবং অধিবেশনের সভাপতি ও নেপাল কমিউনিস্ট পার্টির স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য কমরেড নারায়ন কাজী শ্রেষ্ঠা (প্রকাশ)-এর সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনার সমাপ্ত হয়। তাঁর আগে অংশগ্রহণকারী দলসমূহের প্রতিনিধিদের সর্বসম্মতিক্রমে সেমিনারের নেপাল ঘোষণা গৃহীত হয়।

প্রথম দিনের অধিবেশন পরিচালনা করেন কমরেড যুবরাজ চাউলগাই, দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন পরিচালনা করেন কমরেড বিষ্ণু রিজাল।

আন্তর্জাতিক সেমিনারের নেপাল ঘোষণা

কার্ল মার্কসের দ্বি-শততম জন্মবার্ষিকী স্মরণে কাঠমান্ডুতে ৩০-৩১ মে অনুষ্ঠিত 'মার্কসবাদ এবং সমাজতন্ত্র' বিষয়ের ওপর আন্তর্জাতিক সেমিনারের ঘোষণা–

কার্ল মার্কসের দ্বি-শততম জন্মবার্ষিকী স্মরণে ১৭টি দেশের ২৩টি কমিউনিস্ট, সমাজতান্ত্রিক এবং ওয়ার্কাস পার্টির নেতা ও প্রতিনিধিরা 'মার্কসবাদ এবং সমাজতন্ত্রের' ওপর এই আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। এই সেমিনারটি যৌথভাবে নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি এবং নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (মশাল) কাঠমান্ডুতে আয়োজন করেছে। সেমিনারে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা সমসাময়িক আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তাদের নিজেদের মধ্যে সাধারণভাবে দুনিয়ার দেশে দেশে মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা, সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনসমূহ এবং বিশেষভাবে তাদের স্ব-স্ব দেশের সে-সব আন্দোলন সম্পর্কে মূল্যবান মতামত এবং অভিমত বিনিময় করেছেন। সে-সব আলোচনার ভিত্তিতে আমরা সর্বসম্মত হয়ে নিম্নলিখিত ঘোষণা গ্রহণ করেছি :

১) এই সমাবেশ সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্রের বিকাশে এবং শ্রমজীবি শ্রেণি ও সাম্যবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে কার্ল মার্কসের অবদানের ওপর আমাদের সকলের জন্য আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। আমরা যারা কার্ল মার্কসের জন্মের দ্বি-শততম বার্ষিকী স্মরণ অনুষ্ঠান করছি তারা সকলেই এখনো পর্যন্ত মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতায় এবং আমাদের স্ব-স্ব দেশে বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে মার্কসবাদের সৃজনশীল প্রয়োগে বিশ্বাস করি এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি। বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় আমরা বিশদভাবে মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিতার ওপর সুচিন্তিত আলোচনা করেছি। আমরা স্বীকার করি গত শতাব্দী এবং বর্তমানকালের সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক হিসেবে মার্কস দর্শনে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, ইতিহাস এবং সংস্কৃতিতে তার অবদানের মাধ্যমে মানবজাতিকে গুরুত্বপূর্ণ উপহার দিয়ে গেছেন। মার্কসবাদ এখনো প্রাসঙ্গিক এবং তা সকল কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী এবং শ্রমজীবী মানুষকে ন্যায়, শান্তি এবং সমৃদ্ধ বিশ্ব নির্মাণের পথ নির্দেশ করে।

২) আমরা জানি যে সমসাময়িক বিশ্ব বহুমুখী দ্বন্দ্ব নিয়ে, দ্রুত গতিতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং রূপান্তরের ভেতর দিয়ে এগুচ্ছে। বিত্ত সম্পদের অসম বন্টন, আধিপত্য আর সাম্রাজ্যবাদ এখনো বহাল আছে। মার্কসবাদী দল এবং শ্রমজীবী শ্রেণির প্রতিরোধ আর সংগ্রাম সমাজতন্ত্রের সাথে ন্যায় বিচার, সমতা, স্বাধীনতা, শান্তি এবং সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সুন্দর পৃথিবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাদের অবদান রেখে চলেছে। আমরা এই আন্দোলনকে আরো বেশি শক্তিশালী করার তাগিদ অনুভব করছি। আমাদের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য আমরা আন্তর্জাতিক সংহতি এবং বিশ্বের সকল দেশের মার্কসবাদী দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ধারণাতে বিশ্বাস করি।

৩) বিশ্বে যারাই যেখানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ন্যায়বিচার, সমতা, শান্তি, সামগ্রিকতায় পরিবেশ রক্ষা, নারীমুক্তি, বর্ণবাদের অবসান, সকল ধরণের চরমপন্থা, জাত-পাত ও লিঙ্গ বৈষম্য, দারিদ্র, পুঁজিবাদী শোষণ এবং একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে লড়ছে আমরা তাদের সকলের প্রতি আমাদের সংহতি প্রকাশ করছি।

৪) নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদের সৃজনশীল প্রয়োগের মাধ্যমে যে নজিরবিহীন সফলতা প্রদর্শন করেছে তার জন্য তাদেরকে আমরা সাধুবাদ জানাই। নেপালে দু'টি সর্ববৃহৎ কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল (ইউএমএল) এবং কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল (মাওবাদী কেন্দ্র) একত্রীকরণের প্রক্রিয়ায় শক্তিশালী একটি পার্টি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার জন্য আমরা নেপালের কমিউনিস্ট পার্টিকে অভিনন্দন জানাই।

৫) আমরা সাম্প্রতিক ২০১৭ এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনে স্থানীয় সংস্থা, প্রভিন্সিয়াল এসেম্বলি ও ফেডারেল পার্লামেন্টে বিপুল বিজয় লাভের মাধ্যমে সরকার গঠনের জন্য নেপাল কমিউনিস্ট পার্টিকে অভিনন্দন জানাই। আমরা নেপালের কমিউনিস্ট সরকারের প্রতিটি প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

৬) আমরা গোটা বিশ্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে নিজের নিজের দেশে মার্কসবাদের সৃজনশীল প্রয়োগের মাধ্যমে মার্কসবাদকে বিকশিত এবং সমৃদ্ধ করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা দৃঢ়তা সহকারে আমাদের পারস্পরিক সংহতি রক্ষা করার আকাঙ্খা পুনর্ব্যক্ত করছি এবং সামনের দিনগুলোতে নিজেদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদান অব্যাহত রাখার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছি।

আমরা নেপালের কমরেডদেরকে এই আয়োজন এবং উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সেমিনারে অংশগ্রহনকারী দলের নাম

১. সোশ্যালিস্ট অ্যালায়েন্স, অস্ট্রেলিয়া
২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল - বাসদ
৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কাস পার্টি
৪. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

৫. বাংলাদেশের ওয়ার্কাস পার্টি
৬. কমিউনিস্ট পার্টি অব চায়না
৭. এমএলপিডি, জার্মান
৮. সিপিআই (এমএল), লিবারেশন, ইন্ডিয়া
৯. কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া
১০. কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট)
১১. ওয়ার্কাস পার্টি অব ডেমোক্রেটিক পিপলস্ রিপাবলিক অব কোরিয়া
১২. লাও পিপলস্ রেভ্যুলুশনারি পার্টি, লাও
১৩. ডেমোক্রেটিক ওয়ে, মরক্কো
১৪. নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি
১৫. নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (মশাল)
১৬. কমিউনিস্ট পার্টি অব রাশিয়ান ফেডারেশন, রাশিয়া
১৭. কমিউনিস্ট পার্টি অব শ্রীলঙ্কা
১৮. জেভিপি, শ্রীলঙ্কা
১৯. সোশ্যালিস্ট রেভ্যুলুশনারী ওয়ার্কার্স পার্টি অব সাউথ আফ্রিকা
২০. ইউনাইটেড সোশ্যালিস্ট পার্টি, ভেনিজুয়েলা
২১. কমিউনিস্ট পার্টি অব ভিয়েতনাম
২২. সোশ্যালিস্ট পার্টি অব জাম্বিয়া
৩১ মে ২০১৮, কাঠমান্ডু, নেপাল